মেহেরপুরে ভৈরবে গোসলে নেমে ১৭ ঘণ্টা পর শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের ১৭ ঘণ্টা পর মোহাইমিনুল ইসলাম (১৫) নামের এক নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল।

আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোহাইমিনুল সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ৪ বন্ধু ভৈরব নদে গোসল করতে যায়। তাদের মধ্যে মোহাইমিনুল সাঁতার জানত না। সে নদীর কূলে বসে থাকলেও এক পর্যায়ে পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা সাথে সাথে স্থানীয়দের খবর দিয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। টানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা চেষ্টা করেও তার কোনো সন্ধান না পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান চালালেও ব্যর্থ হয়ে খবর দেন খুলনার ডুবুরি দলকে।

আজ সকালে খুলনা থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ রেসকিউ (ডুবুরি) টিম নদীতে তল্লাশি চালিয়ে ভাসমান অবস্থায় মোহাইমিনুলের মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি দুর্ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ১৭ বছর কমিউনিটি

ক্লিনিকগুলো ছিল রাজনৈতিক আশ্রয়কেন্দ্র

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, সবার জন্য স্বাস্থ্য নয়, মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে। আর এই দায়িত্ব নিয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। সকলের কাছে আমরা স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। প্রতিটি মানুষের যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা আমরা করব।

ইতিমধ্যেই ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। আশা করছি যে কোনো স্বাস্থ্যসেবা আপনারা সেখানে গেলে পাবেন। বিএনপির ৩১ দফার আলোকে ২৬ নম্বর পয়েন্টে যে কথা বলা রয়েছে সবার জন্যই স্বাস্থ্য এবং মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হবে।

আজ শুক্রবার সকালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যেগুলো স্থাপন করেছিলেন জিয়াউর রহমান, পরবর্তীতে পুনরায় সেগুলো স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এই ১৭ বছরে সেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। সেই সমস্ত ক্লিনিকগুলো হয়ে গিয়েছিল পলিটিকাল আশ্রয়কেন্দ্র। সেগুলো কোনো স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে পড়ে না।

এই নির্বাচনের আগে আমরা ২০ থেকে ৩০টা মেডিকেল ক্যাম্প করব। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমাদের জেলা বিএনপির সকল সদস্য আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রুমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের

আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান আরো জানান, আজ দিনব্যাপী মেহেরপুরের অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে, পাশাপাশি তাদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে এই মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিরা জানান চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পেয়ে খুশি তারা।

মেহেরপুরে দুর্গোৎসবের ঢেউ: অতীতের আলো, বর্তমানের আশ্বাস

পঁচাত্তর বছরেরও আগে, মেহেরপুরের গ্রামের মাঠে, কলার খুঁটির ছায়ায় গড়া হত দুর্গামণ্ডপ। প্রতিমা তখন মাটির নয়নজুড়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিশ্বাসের দীপ্তি ছিল অপার। ধানের খেত থেকে ফিরে আসা কৃষকেরা যেমন হাতে মাটির ঢেলা নিয়ে দেবীর সামনে দাঁড়াতেন, তেমনি সন্ধ্যার আলোয় গ্রামের শিশুরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকত রঙিন কাগজের ঝালর আর মাটির প্রদীপে।

কালের পরিক্রমায়, সেই মণ্ডপে এখন উঠে এসেছে থার্মোকল-তুলির বাহার, বৈদ্যুতিক আলো আর ডিজিটাল ঢাকের শব্দ। তবে, রয়ে গেছে একটি অদৃশ্য সুতো যা ধর্মকে ছাপিয়ে মানুষে মানুষে মিলনের উৎসবে পরিণত করেছে দুর্গাপূজাকে।

চলতি বছর, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় (সদর, গাংনী ও মুজিবনগর) মিলিয়ে ৪৩টি দুর্গাপূজার মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মণ্ডপগুলোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে কোথাও রঙতুলির শেষ আঁচড়, কোথাও লাইটিংয়ের পরীক্ষামূলক চালনা।

শহর থেকে গ্রাম সবখানেই যেন দেবী পূজাকে ঘিরে ছুটে চলেছে উৎসবের বাতাস। হালদারপাড়া, ভবেরপাড়া, আনন্দবাস, দারিয়াপুর, ভবানীপুর প্রতিটি জায়গাতেই আলাদা আবহ, আলাদা আয়োজন। তবে এক জায়গায় সবার মিল, ভক্তি আর সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

পূজাকে ঘিরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে জোরদার পদক্ষেপ। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইনশৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ সভা, যাতে অংশ নিয়েছেন জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তারা, পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সভায় নিশ্চিত করা হয় প্রতিটি মণ্ডপে নিরাপত্তা দিতে থাকবে আনসার সদস্য, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিজিবির সহায়তা। যা ইতোমধ্যে গত বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে।

স্থানীয় রাজনীতিকদের মধ্যে বেশ ক’জন ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। মণ্ডপ উদ্বোধন, দান বা শুভেচ্ছা জানানোর ঘটনা একাধিক। যদিও সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অর্থায়নের তথ্য মেলেনি, তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহানুভূতি ও উপস্থিতি সমাজে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। এবারই প্রথম পূজোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে একযোগে অংশগ্রহণ।

জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, দলের চেয়ে বড় উৎসব, ধর্মের চেয়ে বড় মিলন। এখানে আসলে সবাই এক, আমরা শুধু দেবী দুর্গার আশীর্বাদ চাই সব মানুষের মঙ্গল হোক। তবে, আশার পাশে ছিলো কিছু চ্যালেঞ্জও। শহর এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অতিরিক্ত ভিড় সামলানো এক সমস্যা, আবার গ্রামাঞ্চলে রয়েছে প্রতিমা পরিবহন ও বাজেট সংকট। যা প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সব ধরণের সহায়তা করছে।

মেহেরপুর জেলা কালি মন্দিরের পুরোহিত তপন বন্দোপাধ্যায় বলেন পূজা মানে শুধু ধর্ম নয়, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর সামাজিক বন্ধন। যত দিন যাচ্ছে, ততই অর্থসঙ্কটে পূজার মহিমা হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যদিও এবার সে সমস্যা নাই। প্রতিমার চোখে এখনো দেখা যায় এক ধরনের শান্ত বিশ্বাস যেন সব কিছুর পরেও, মানবতা ও শুভবোধের জয় হবেই। ঢাকের তালে তালে, সিঁদুরের উজ্জ্বলতায়, সন্ধ্যার আরতিতে, আজও জেগে থাকে সেই চিরচেনা মেহেরপুর যেখানে উৎসব মানেই একসঙ্গে থাকা, ভেদাভেদের দেয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া।

গৃহবধূ পল্লবী সাহা বলছেন, পুজো মানেই নতুন শাড়ি, সিঁদুর, মিষ্টি, আর নতুন আলপনার ছোঁয়া। সন্তানদের খুশি করতেই এখন একটু হিসেব করে চলতে হয়। তবুও উৎসব থেমে থাকে না। কারণ পুজো তো শুধু কেনাকাটা নয়, এ এক আবেগ, এক ঐতিহ্য।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন প্রতিটি মণ্ডপে থাকবে পুলিশ, আনসার, গ্রাম পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক। ট্রাফিক ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও মণ্ডপে স্থাপন করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে যানজট নিরসনে কাজ করছে অতিরিক্ত ফোর্স।

জেলা প্রশাসক মো. আবদুল সালাম বলেন, উৎসব যেন নির্বিঘ্নে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিয়েছি। দেবীর দশভুজায় যেন স্থান পায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা, যেন তাঁর অস্ত্র শুধু মহিষাসুর নয় বিভেদের কালো ছায়াকেও নির্মূল করে এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের।

মেহেরপুরের মন্দির পরিদর্শন করলেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম

শারদীয় দুর্গা উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি পিরোজপুর, বারাদী ও আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন মন্দির ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনকালে তিনি মন্দিরের নিরাপত্তা জোরদারে সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ সার্বিক বিষয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। নির্বাহী অফিসার বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে কমিউনিটি ক্লিনিকে ফ্যান, চেয়ার ও ওষুধ বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে কমিউনিটি ক্লিনিকে ফ্যান, চেয়ার ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪টি ফ্যান, ৪টি চেয়ার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবির।

এসময় সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম, কালু মিয়া, ওহিদুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, ইস্কান্দার ইকবাল বিপ্লবসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মাঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিপুল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান প্রমিলা প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এ খেলায় মানবিক শাখা ও বিএনসিসি-রোভারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

ম্যাচের উদ্বোধন করেন, কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, কাজী

আশরাফুল আলম, আব্দুল হামিদ, মিরাজ উদ্দিন ও ইকরামুল হাসান লোটাসসহ অনেকে। ম্যাচ পরিচালনা করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক আলমগীর হোসেন।

খেলা শেষে অংশগ্রহণকারী ফুটবলারদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে বনজ ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ চারা বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা শিক্ষার্থীদের হাতে চারা তুলে দেন। তিনি বলেন, একটি গাছ মানুষের প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে থাকে। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিনসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

মেহেরপুরে নদীতে গোসলে নেমে

নিখোঁজ নবম শ্রেণীর ছাত্র

মেহেরপুরে ভৈরব নদে পড়ে মোহাইমিনুল ইসলাম (ছোট বাবু) নামের এক স্কুল ছাত্র নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোঁজ মোহাইমিনুল ইসলাম সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর শিক্ষার্থী। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যাক্ষদর্শীরা জানায়, নিখোঁজ মোহাইমিনুলের অপর তিন বন্ধু মিলে ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। মোহাইমিনুল ইসলাম নদীর কুলে বসে ছিলো। তিন বন্ধু নদীর পানিতে গোসল করছিলো। হঠাৎ মোহাইমিনুল নদীর পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশীদের ডেকে আনেন তাকে উদ্ধার করতে। স্থানীয় লোকজন নদের পানিতে সাড়ে ৬ ঘন্টা খুজেও উদ্ধার করতে পারেনি। উদ্ধার অভিযান এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চলতে দেখা যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিদ্যালয় হলরুমে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অভিভাবক সমাবেশে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুর রাহিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি লিয়াকত আলী।

আসন্ন ২০২৬ সালের অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রি টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, লেখাপড়ার অগ্রগতি, পাঠদানের মানোন্নয়ন, স্কুল পালানো, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক তারিক মুছা বলেন, আমরা বর্তমানে এমন একটা সময় পার করছি যে সময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সম্মান করে না। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা না করলে বা কোনো অপরাধ করলে আমরা তাদের শাসন করতে পারি না। যার ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগী ও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পরিস্থিতিতে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজা বলেন, বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই কম। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা হোম ভিজিট করছি, তারপরও আশানুরূপ সাফল্য পাচ্ছি না। তিনি এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম। এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, প্রধান শিক্ষক মোঃ রুহুল আমিন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ

হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক মোঃ আবুল হাসান, মোঃ বসির আহাম্মেদ, মোঃ রফিউল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ রাকিবুল ইসলাম, মোঃ গাজিউল ইসলাম, মোঃ রিপন, মোঃ ইব্রাহিম খলিল এবং সহকারী শিক্ষিকা মোসাঃ নারগিস চৌধুরী, মোসাঃ সাহিদা বানু ও মোসাঃ শাহানাজ খাতুন।

সভাপতির বক্তব্যে হাসিবুজ্জামান স্বপন বলেন, আগামী ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি দেশের মুখ উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, সহকারী শিক্ষক বি.এসসি হাবিবুর রহমান।